আলমডাঙ্গার ডম্বলপুরে গ্রাম্য চিকিৎসকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা ডম্বলপুর গ্রামের তৌহিদুল ইসলাম (৪০)’র ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার হয়েছে। শুক্রবার সকালে গ্রামবাসী ডম্বলপুর ব্রীজের রেলিংয়ে দড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগনো অবস্থায় পানির মধ্যে ঝুলে থাকতে দেখেন তাকে। ব্রীজের পাশেই তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল,স্যান্ডেল ও টুপি পড়ে ছিল। ঘাসের উপর ধ্স্তাধস্তির চিহ্ন দেখতে পান এলাকাবাসী ।

থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে। সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পল্লি চিকিৎসক তৌহিদুল ইসলাম ডম্বলপুর গ্রামের মকবুল মন্ডলের ছেলে। সে এলাকায় পল্লি চিকিৎসক হিসেবে পরিচিত ও কালিদাসপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি।

স্থানীয়রা জানান,পল্লি চিকিৎসক তোহিদুল ইসলাম বৃহস্পতিবার রাতে ডম্বলপুর মোড়ের একটি দোকানে চা পান করেন। পরে দোকান থেকে উঠে চলে যান। তিনি রাতে আর বাড়ি না ফিরলে পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাকে মোবাইল ফোনেও না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন তারা। এরই এক পর্যায়ে শুক্রবার সকালে ডম্বলপুর-মাধবপুর সড়কে নেংটা ব্রীজ নামক স্থানে রেইল বারের সাথে তার ঝুলন্ত মৃত দেহ দেখতে পায় এলাকাবাসি। গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ব্রীজের নীচে পানির মধ্যে ঝুলে ছিল তার লাশ। ব্রীজের অদূরে তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মাথার টুপি এবং স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসী। ঘাসের উপর ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল বলে গ্রামবাসী জানান।

এটা কি হত্যা? নাকি আত্মহত্যা, এমন প্রশ্ন গ্রামবাসীর।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম (নুরু) বলেন, শুক্রবার সকালে ভাতিজা মোবাইলে জানায়, গ্রাম্য চিকিৎসক তহিদুলের ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে । আমি তাৎক্ষণিকভাবে আলমডাঙ্গা থানার ওসিকে মোবাইলের মাধ্যমে জানায়। পরে ঘটনাস্থলে এসে দেখি নেংটা ব্রিজের রেইল বারে তার লাশ দড়ি দিয়ে ঝুলানো। ব্রিজের

পাশেই পড়ে ছিলো তার ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও মাথার টুপি, স্যান্ডেল।
তিনি আরো জানান, নিহত তৌহিদুল এলাকার ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত। পূর্বশত্রুতার জের ধরে হয়তো হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। দ্রুত এই ঘটনার রহস্য উন্মোচন হোক এটা দাবি জানাই।

এদিকে, শুক্রবার সকাল থেকে ওই এলাকায় লাশ দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় নামে।স্থানীয় জানান, চিকিৎসক তৌহিদুলকে আমরা অনেক দিন ধরেই চিনি। তিনি অত্যন্ত নিরিবিলি মানুষ ছিলেন। আমরা তার লাশ দেখে ধারণা করছি এটা কী পরিকল্পিত হত্যা নাকি আত্মহত্যা, বিষয়টি তদন্ত পূর্বক প্রশাসন দ্রুত প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে তারা মনে করেন।

সংবাদ পেয়ে চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান,থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাম,ওসি তদন্ত একরামুল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পুলিশ লাশের সুরতহাল রির্পোট সম্পন্ন করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আনিসুজ্জামান জানান, ব্রিজের রেইল বারের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পল্লি চিকিৎসক তৌহিদুলের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে । ব্রিজের পাশেই তার ব্যবহৃত মোটর সাইকেল,স্যান্ডেল ও মাথার টুপি পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে এটা হত্যাকান্ড বলে মনে হচ্ছে, তবে আমরা তদন্ত করে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

গাংনীতে স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে নিজ ঘর থেকে রুবিনা খাতুন (১৬) নামের এক স্কুল ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের সদস্যরা। রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার হাড়িয়াদহ গ্রামের রবিউল ইসলামের

মেয়ে ও হাড়িয়াদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে নিজ শয়ন কক্ষের বাঁশের আড়া থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রায়পুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য রাজু আহমেদ জানান, আগামীকাল শুক্রবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রুবিনা খাতুনের পরিবারের লোকজন তার বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করেছিল। কিন্তু রবিনা খাতুন ওই বিয়েতে রাজি ছিল না। সে কারণেই হয়তো এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, গলায় ফাঁস নিয়ে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলা ঝাউবাড়ীয়া দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসায় আলী আজগর (১৫) নামে পঞ্চম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২৬ আগষ্ট) দুপুর আড়াইটার দিকে মাদ্রাসার একটি কক্ষ থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

আলী আজগর মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের টুটুল ইসলামের ছেলে। জানা গেছে, আলী আজগর তার বাবার সাথে সকালে কথা কাটাকাটি করে। এরপরে সে পরীক্ষা দিয়ে সহপাঠীদের সাথে দুপুরের খাবার খেয়ে রুমে যায়। কিছুক্ষণ পরেই সিলিং ফ্যানের সাথে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেয় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

মাদ্রাসার এক শিক্ষার্থী বলেন, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আমরা খাবার

খেয়েছি। সে তার বাড়ির বিষয়ে বলে, আমি আর মাদ্রাসায় পড়ব না। আমাকে বাড়িতে মারধর করে। সকালেও আমার বাবা আমাকে মেরেছে। আমার বাবা আমাকে বাড়িতে যেতে নিষেধ করে গেছে। তবে এ ব্যাপারে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কথা বলতে রাজি হয়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।